15 OCTOBER WORLD DAY Rural Women's Day

WWSF Prize Women's Creativity in Rural Life©

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০১৮

পারিবারিক আয়ে নারীর অধিকারভিত্তিক ন্যায্যতা নিশ্চিত কর

১. ভূমিকা

১৫ অক্টোবর বিশ্বের প্রায় সব দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস এক নয়। প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, যেখানে নারীর সার্বিক অধিকার ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ নারীর অধিকারের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবার সামনে তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবে পালিত হয় এই আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। সুতরাং আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস একটি আরেকটির পরিপূরক, বিরোধাত্মক নয়।

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Women's World Summit Foundation (WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে এটি পালিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে এসে এই দিবসটি এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপরের বছর, ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই দিবসটি পালন করে আসছে।

৩. বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

- ২০১৭: সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
- ২০১৬: কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আমাদের অঙ্গিকার।
- ২০১৫: কীটনাশকের বিকল্প নাও, গ্রামীণ নারীর জীবন বাঁচাও।
- ২০১৪: নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ১৮ এর নিচে বিয়ে নয়, আইন করে বাল্য বিয়ের স্বীকৃতি বন্ধ করতে হবে।
- ২০১৩: কীটনাশকের বিপদ এবং গ্রামীণ নারী।
- ২০১২: জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমণ এবং অভিযোজনে আপনার অবস্থান তুলে ধরুন।
- ২০১১: ভূমি ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার।
- ২০১০: জলবায়ু অভিযোজনে মা ও মেয়ে শিশুর শিক্ষা অগ্রাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হোন।
- ২০০৯: স্বাস্থ্য অধিকার ও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সোচ্চার হোন।
- ২০০৮: খাদ্য নিরাপত্তাকে বিবেচনা করতে হবে খাদ্য ও সার্বভৌমত্বের আলোকে।

৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হয়। ২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রী মাতা, রত্নগর্ভা মা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান শুরু হয়। গত বছর প্রায় ৪০টি জেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়েছে। এবছরও দেশের ৪০টিও বেশি জেলাতে এই দিবসটি পালন করা হবে। প্রতিটি জেলায় এই দিবসটি পালনে সচেষ্ট রয়েছে এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি। জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি পালন করা হচ্ছে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইক্যুইটিবিডি'র সহায়তায় গঠিত জাতীয় কমিটি।

৫. নারীর মজুরীবিহীন শ্রম এবং এবারের প্রতিপাদ্য

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিভাবে যে প্রতিপাদ্য নির্ধরণ করা হয় তারই আলোকে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ২০১৩ সাল থেকে দেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধরিণ করছে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন কমিটি। একই ধারাবাহিকতায় এ বছর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'পারিবারিক আয়ে নারীর অধিকারভিত্তিক ন্যায্যতা নিশ্চিত কর (Ensure fair right of women to family income.)' দিবসটি উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে এই বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছেন।

৬. প্রেক্ষাপট: নারীর গার্হস্থ্যসহ অন্যান্য শ্রম এবং বিনা/নিম্নমজুরী

বাংলাদেশের পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি কাজ করেন গৃহস্থালীতে। কোন রকম স্বীকৃতি নেই এরকম গৃহস্থালী কাজে একজন নারী প্রতিদনি গড়ে ৬ ঘন্টারও বেশি এবং বিপরীতে একজন পুরুষ এধরণের কাজে সময় দেন মাত্র এক ঘণ্টা। নারীরা যখন মজুরীভিত্তিক শ্রমে প্রবেশ করে তখন কাজের চাপ দ্বিগুণ বাড়ে। একদিকে গৃহস্থালীর কাজ অন্যদিকে চাকরিতে দায়িত্বের সঙ্গে তাল মেলানো কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে ঘরে বাইরে কাজের চাপের কারণে নারীর উন্নয়ন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের নারীদের প্রতিদিন ৬ দশমিক ৩ ঘন্টা সময় দিতে হয় আর ভারতের নারীদের ৫ দশমিক ১ ঘন্টা। যেখানে এই কাজে পুরুষরা সময় দেন যথাক্রমে নেপাল ২ দশমিক ২ ঘন্টা, বাংলাদেশ ১ দশমিক ১ ঘন্টা এবং ভারতে মাত্র দশমিক ৪ ঘন্টা। নারীরা এ ধরনের যতো কাজ করে থাকেন, তা নিজেরা না করে অন্যকে দিয়ে করালে কত খরচ হতো তা হিসাব করলে (এটিকে বলা হয় প্রতিস্থাপন পদ্ধতি) দেখা যায় যে, এর মোট পরিমাণ জিডিপির প্রায় ৭৬.৮ শতাংশ। অন্যদিকে এসব কাজ অন্য কাউকে করতে বললে তার বিনিময়ে নারীরা কত পারিশ্রমিক নিতেন, সেই আলোকে হিসাব করলে (গ্রহণযোগ্য মূল্য পদ্ধতি) সেসবের প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য দাঁড়ায় জিডিপির ৮৭.২ শতাংশ। এর অর্থ দাঁড়ায়-নারীর এসব কাজকে জিডিপির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হলে জিডিপির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ ধরে হিসাব করতে হতো।

আইএলও (ILO) শ্রমশক্তি জরীপ ২০১৩, অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট এক কোটি ২০ লাখ নারী শ্রমিকের মধ্যে ৭৪ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯২ লাখ নারীই কৃষিকাজ, মৎস্যচাষ ও সামাজিক বনায়নের সাথে জড়িত। বিবিএস এর তথ্য পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে যে, সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় (কৃষি-বন-মৎস্য খাত) নারীর অংশগ্রহণ অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছে।

৭. একদিকে নারীর শ্রমের অস্বীকৃতি ও মজরী বৈষম্য অন্যদিকে আইনের ফাঁদ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৩৪৫ ধারা অনুযায়ী, নারী-পুরুষের সমকাজে সমান মজুরি প্রদানের কথা থাকলেও চারা রোপণ ও ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে পুরুষদের দৈনিক মজুরি যেখানে ৩০০-৬০০ টাকা, নারীরা সেখানে পায় মাত্র ৩৫০ টাকার মতো। কাজেই, আপাতদৃষ্টিতে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পেছনে নারীর ক্ষমতায়নের কথা মনে হলেও এর মূল নেপথ্যে রয়েছে স্বল্প মজুরি দিয়ে দীর্ঘক্ষণ কাজ করানোর সুবিধা।

দেশের কৃষিতে গত কয়েক বছর ধরে নারীর অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নারীরা এখন বীজতলা প্রস্তুত, চারা রোপণ, আগাছা দমন, সার দেয়া, ফসল কাটা ও আনা, মাড়াই করা, গোলাজাত করাসহ প্রতিটি কাজেই ব্যাপক হারে অংশ নিচ্ছেন। কৃষিখাতে এত ব্যাপক অবদান রাখার পরও কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি নেই নারীরা। মূলত কৃষিজমিতে মালিকানা না থাকার কারণেই তারা এ স্বীকৃতি পাচ্ছেন না। কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে কৃষকদের জন্য গৃহীত সরকারি উদ্যোগের কোনো সুফলই তারা পান না। এসব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হলে কৃষিতে নারীর অবদান আরো কয়েক গুণ বাড়তো। অন্যদিকে গৃহশ্রমের বিষয়টি এখনো রয়েছে সকল আলোচনার বাইরে অদৃশ্যমান একটি শ্রম যা নারীরা অকাতরে দিয়ে চলেছেন।

৮. প্রয়োজন পারিবাহিক কাজে ও আয়ে স্বীকৃতি এবং ন্যায্যতা। পাশাপাশি আইনের কাঠামোগত পরিবর্তন

নারীরা অবৈতনিকভাবে কৃষিখাতে ও পারিবারিক শ্রমে জড়িত ঠিকই তবে তাদের সিংহভাগই মজুরি নিয়ে অন্যের জমিতে কাজ করতে আগ্রহী নয়। যার পেছনে প্রধান কারণগুলো হল পারিবারিক অসম্মতি, কাজের অবমূল্যায়ন ও মজুরি বৈষম্য। পারিবারিক অসম্মতির বিষয়টি অনেকটা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা মুখে না বললেও তারা বুঝিয়ে দেয় যে নারীদেরকে সন্তান লালন পালন ও ঘরের কাজ সামলে নিয়েই বাহিরের কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে একজন নারীর পক্ষে সারাদিন বাড়ির বাইরে থেকে অন্যের জমিতে শ্রম দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে নারীরা না পায় গৃহস্থালীর কাজের মর্যাদা, না পায় কৃষিখাতে প্রদেয় শ্রমিকের কাজের মর্যাদা। নারীদের শ্রম মূলত গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতিতে পরিবারের আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়না, বরং ফসল উৎপাদনে সামগ্রিক ব্যয় হ্রাসের উৎস হিসেবে তা পরিগণিত হয়।

কাজেই দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নারীদের কাজের মূল্যায়ন তাদেরকে শুধুমাত্র নারী হিসেবে বিবেচনা করে নয়, মূল্যায়ন করা উচিৎ তাদের সামগ্রিক দক্ষতাকে বিবেচনায় এনে। পাশাপাশি প্রয়োজন তার কজের আইনগত স্বীকৃতি। যা ছাড়া নারীরর অধিকারভিত্তিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর গৃহশ্রমের পাশাপাশি সব শ্রমকে স্বীকৃতির তাকে যেমন সামাজিক মর্যাদা প্রদান করবে তেমনি তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা প্রদান করবে। তার এই মর্যাদা বৃদ্ধি তার অধিকার রক্ষার পাশাপাশি পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সিদ্বান্ত গ্রহণের সুযোগ দিবে। একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলতে চাইলে নীতি নির্ধারণী মহলকে সেদিকে নজর দিতে হবে এখনই।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন জেলা কমিটিসমূহ

খুলনা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	বাগেরহাট	সভাপতি	উদয়ন বাংলাদেশ	শেখ আসাদ	০১৭১৪০৮৩৬৭০
		সম্পাদক	ভয়েস অফ সাউথ বাংলাদেশ	মো. শহীদুল ইসলাম	০১৭৪৯০৭০৮৪৫
২.	সাতক্ষীরা	সভাপতি	চুপড়িয়া মহিলা সমিতি	বেগম মরিয়ম মান্নান	০১৭১২১১৫৬৭২
		সম্পাদক	মৌমাছি	সুশান্ত মল্লিক	০১৭১৪৯৪৯৫৯৩
৩.	যশোর	সভাপতি	দিপ্তী মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংগঠন	বেগম আফরোজ	০১৭১২৭৬৮১২৮
		সম্পাদক	নারী অধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা	ডা: সাফিয়া খানম	০১৭১৬১৩১৭২০
৪.	মাগুরা	সভাপতি	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা	আছমা আলতাফ	০১৭২৯৯১৭৩৬৯
		সম্পাদক	স্বপ্নীল ফাউন্ডেশন	আ: হালিম	০১৭১২৬৪৬৫৫২
৫.	নড়াইল	সভাপতি	নিত্যজোট	রওশন আরা কবির লিলি	০১৭১২৯৩১৫২৪
		সম্পাদক	স্বাবলম্বী	কাজী হাফিজুর রহমান	০১৭১৬১০৬১০৫
৬.	চুয়াডাঙ্গা	সভাপতি	সমাজ কর্মী	শহিদুল হক বিশ্বাস	০১৭১৭৭৪৮৪০৪
		সম্পাদক	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	মে: ইলিয়াছ হোসেন	০১৭১১২৮০৪৫৯
৭.	ঝিনাইদহ	সভাপতি	শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থা	রোমেনা বেগম	০১৭১৬ ৩২৮৮৭৩
		সম্পাদক	এইড ফাউন্ডেশন	আমিনুল ইসলাম বকুল	০১৭৩৩ ৩৩৭৪৪৪
৮.	কুষ্টিয়া	সভাপতি	নিকুশিমাজ সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান	সালমা সুলতানা	০১৭১১৯৫১২১২
		সম্পাদক	শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ	এস নজরুল ইসলাম	০১৭১১৪০৮৬৩৯
৯.	খুলনা	সভাপতি	মাসেস	শামীমা সুলতানা শীলু	০১৭১৫১০৬৮৯০
		সম্পাদক	ইনচার্জ-ট্রেনিং ইউনিট, রূপান্তর	মোরশেদা খাতুন দিলারা	০১৭৩৮২২৬৬৮১
১০.	মেহেরপুর	সভাপতি	ভিটাপাড়া নারী কল্যান সমিতি	আসমা বেগম	০১১৯১৩০৮৫৬৭
		সম্পাদক	সাহেবনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা	আবুল কাশেম	০১৭১৪৯০৭৫৩৫

রাজশাহী বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	রাজশাহী	সভাপতি	উন্নয়ন কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান	হাসিবা খাতুন	০১৭৬০ ৪৬১২৯৬
		সম্পাদক	প্রকর্ষ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা	হাসনা খাতুন	০১৭৯৭ ৮২১৯০৫
২.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	গৌরী চন্দ সিতু	০১৭১০৯৬৭৩৪৫
		সম্পাদক	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	জাফরুল আলম	০১৭১৫৪৮৩৮৬৬
৩.	নাটোর	সভাপতি	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	দিলারা বেগম পারুল	০১৮২১৯৫২৭৩৩
		সম্পাদক	আলো	শামীমা লাইজু নীলা	০১৭১১৩৮৪২৯৮
৪.	পাবনা	সভাপতি	সূচনা সমাজকল্যাণ সংস্থা	পূর্নিমা ইসলাম	০১৭১১-১৪২৮৭৬
		সম্পাদক	পাবনা প্রগতি সংস্থা	আ: সালাম	০১৭১১-৮৮৩৮৯৪
৫.	সিরাজগঞ্জ	সভাপতি	অন লাইন সংবাদিক ফোরাম	হেলাল আহমেদ	০১৭১৩-১৮১৫০৮
		সম্পাদক	প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভলপমেন্ট	হোসনে আরা জলি	০১৭১৬৬০০৭২৮
৬.	জয়পুরহাট	সভাপতি	দু:স্থ মানবতার সেবা সংস্থা	অপূর্ব সরকার	০১৭১১০৫৬৯৫৭
		সম্পাদক	এইচ পি ডি ও	মাহাবুবা বেগম	০১৭১২২৮১৯৮১
৭.	নওগাঁ	সভাপতি	সাংবাদিক	মো: কায়েস উদ্দীন	০১৭১৮৯৭১৮৩৫
		সম্পাদক	জন নীড় ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	নাজমা আখতার লিপি	০১৭২৬৫৮৫৭৭৭
৮.	বগুড়া	সভাপতি	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	শেখ মো. আবু হাসনাত	০১৭১১৩০২৪৭০
		সম্পাদক	পেসড	মাহফুজা আক্তার মিভা	০১৭১২৯২৩৫২৩

রংপুর বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	দিনাজপুর	সভাপতি	এসসিডিএফ	সেলিনা আকতার	০১৭১২৬৯৯৬২৭
		সম্পাদক	এসপিপি	আসিফ ইকবাল	০১৭১১৮৪৯৪৯৪
২.	রংপুর	সভাপতি	পাস	কে এম আলী সম্রাট	০১৭১২২২৫৮৫২
		সম্পাদক	মনস্বীতা	শরীফা বেগম	০১৭৩২৫৪৯৫০৮
৩.	গাইবান্ধা	সভাপতি	গ্রামীণ মানবিক সংহতি সমাবেশ	মোকবুল রহমান	০১৭৩১২১৫১২৮
		সম্পাদক	এলআরসি	শামীম সরকার	০১৭৩৪১৭৩১৮২
৪.	নীলফামারী	সভাপতি	সম্পাদক, দেশ	এসএম জিয়াউল হক	০১৭৬৫০১৫৪৪৩
		সম্পাদক	ঢাকা সিঙ্গেল উইম্যান এসোসিয়েশন	জাকিয়া সুলতানা নীলা	০১৭১২৬০৮৯১২
৫.	লালমনিরহাট	সভাপতি	মানসিকা	একেএম শামসুল হক	০১৭১৮৬৪০৯৪৫
		সম্পাদক	ফিডা	ফিরোজা বেগম	০১৭১৬৬৫৬৪৫৯
৬.	ঠাকুরগাঁও	সভাপতি	আকস	মোছা:রাবেয়া বেগম	০১৮১৮৪৫৩০৭৫
		সম্পাদক	সামাজিক কল্যাণ সংস্থা	আম্বিয়াতুন জান্নাত	০১৭১৬৭৪৯৭২৬
৭.	কুড়িগ্রাম	সভাপতি	সলিডারিটি	এস এম হারুন উর রশীদ লাল	০১৭১৫১৬৯৪৬৯
		সম্পাদক	এএফএডি	সাইদা ইয়াসমিন রূপা	০১৭১৯৬৯১৪০৯
৮.	পঞ্চগড়	সভাপতি	বিকাশ বাংলাদেশ	আলাউদ্দীন প্রধান	০১৭৩০০১৭২০০
		সম্পাদক	পরস্পর	আকতারুন্নাহার সাকি	০১৭১৬৫০৮৩১২

বরিশাল বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	পটুয়াখালী	সভাপতি	উপজেলা ভাইস চেয়ানম্যান	ডা. সামসুন নাহার ডলি	০১৯১৩ ৫৪৩৩০১
		সম্পাদক	বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন	জায়েদ ইকবাল খান	০১৭৯৩ ১১৭৫৯৩
২.	ঝালকাঠি	সভাপতি	সাংবাদিক	হেমায়েত উদ্দিন হিমু	০১৭১২২৫৯৮৯০
		সম্পাদক	নলছিটি মডেল সোসাইটি	মো. খলিলুর রহমান	০১৭২১৪৩০৭১৪
৩.	বরিশাল	সভাপতি	আই সি ডি এ	আনোয়ার জাহিদ	০১৭১৫ ০৩১৫৮৪
		সম্পাদক	চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	জাহানারা বেগম স্বপ্না	০১৭১২ ০০১০৮৮
৪.	বরগুনা	সভাপতি	ভিলেজ লাইভলিহুড কমিটি	নাসিমা বেগম	০১৭৫২৯০৪১৮৬
		সম্পাদক	ভাওকর হাফগ্রেড হাইস্কুল	আব্দুস সালেক	০১৭২৬ ৪৫৫২৬৫
৫.	ভোলা	সভাপতি	সভানেত্রী জনসংগঠন	মাসুমা বেগম	০১৭২৫৯২৬৪৬৯
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	রাশিদা বেগম	০১৭১৩৩২৮৮০২
৬.	পিরোজপুর	সভাপতি	পিজিইউএস	জিয়াউল আহসান	০১৭১১৫৭২৯৪৩
		সম্পাদক	নারীনেত্রী	খালেদা আক্তার হেনা	০১৭১২৮১৭৪২৫

ঢাকা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	মানিকগঞ্জ	সভাপতি	জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	রোমেজা আকতার মাহিন	০১৭১২৯৬৬৩৭৩
		সম্পাদক	প্রেসক্লাব, মানিকগঞ্জ সেক্রেটারী	জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস	০১৭১২৭২৬৩৬২
২.	নরসিংদী	সভাপতি	অনামিকা মহিলা সমিতি	শাহিনা আক্তার অনি	০১৬৮১ ৭৫১৭০০
		সম্পাদক	ম্যাবস	মো: আলী হোসেন	০১৭৩১১৯৮০১৩
৩.	ফরিদপুর	সভাপতি	পূর্বাশা	মো. খাইরুজ্জামান	০১৯৫৯ ৪৫৬৭৯৯
		সম্পাদক	জন্মভূমি উন্নয়ন সংস্থা	মো. সাইফুল হাসান মিলন	০১৭১৮ ৩৮৪৭৪৪
৪.	কিশোরগঞ্জ	সভাপতি	উপমা	রওশন আরা	০১৭২৫ ১৪৮৩৬৫
		সম্পাদক	হাওড় ফার্মার্স এন্ড ফিশার্স এলায়েন্স	অনুপম মাহমুদ	০১৭১১ ৩১৮৬৭৯
৫.	শরিয়তপুর	সভাপতি	এসডিও	মাহবুবুর রহমান	০১৭১২২৩৫১০১
		সম্পাদক	দৈনিক বর্তমান এশিয়া	সুমাইয়া শারমীন	০১৭৬২ ৭৬৬৫২৫
৬.	গাজীপুর	সভাপতি	বাদুয়ারচর শতদল সমাজ কল্যাণ সংস্থা	নাহিদ সুলতানা	০১৭৫২২৮৪০৩৩
		সম্পাদক	প্রেস ক্লাব-কালীগঞ্জ	ইব্রাহিম খান	০১৭১৬-৩৫০৪২০
৭.	টাঙ্গাইল	সভাপতি	আরপিডিও	রওশন আরা লিলি	০১৭১২-২২৯৭০৪
		সম্পাদক	এ এম কে এস	নাজমা বেগম	০১৯৩৬ ৮৬১৮৪৪
৮.	ঢাকা	সভাপতি	জি বি এস এস	মাসুদা ফারুক রত্না	০১৭১১ ১৭৭৫৯৮
		সম্পাদক	ওয়েলফেয়ার সোসাইটি	মর্জিনা আহমেদ	০১৯৪২ ২২২৯৯৯
৯.	মুন্সিগঞ্জ	সভাপতি	মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নারী সমিতি	সোহানা তাহামিনা	০১৭৩৭ ৩৭৭৯৪৫
		সম্পাদক	মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নারী সমিতি	আসিয়া খাতুন জিলু	০১৯১১ ২২৬৫৫৫
১০.	নারায়নগঞ্জ	সভাপতি	জাতীয় লেখক কল্যাণ পরিষদ	আয়েশা আক্তার	০১৯৭৩ ৩৩১৩৩৩
		সম্পাদক	সোহা	মো. নজরুল ইসলাম ঢালী	০১৭১২ ৭৯৭২৪৯

ঢাকা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১১.	মাদারীপুর	সভাপতি	সমতা মানব উন্নয়ন প্রচেষ্টা মাদারীপুর	নার্গিস সরোয়ার	০১৭৩১১৩৭০৫৭
		সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান	হোমায়ারা লতিফ পান্না	০১৭১১১৬৯৭৪৭
১২.	রাজবাড়ী	সভাপতি	এন কে এস	অসীম কুমার পাল	০১৭১২২০৩৮২৬
		সম্পাদক	ধুনচি মহিলা উন্নয়ন সমিতি	এস এম শফিকুল ইসলাম	০১৮২৪৪৯৫৮৩২
১৩.	গোপালগঞ্জ	সভাপতি	প্রধান শিক্ষক	অনিমা রানী বিশ্বাস	০১৭১৫৩৬৮৫২৮
		সম্পাদক	এলআরসি	শিবলী আনোয়ার	০১৭১১৫৬৫৯৯৮

ময়মনসিংহ বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	ময়মনসিংহ	সভাপতি	তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা	ফারুক আহমেদ	০১৭১২ ৯৯০১৭৩
		সম্পাদক	তৃণমূল নারী উন্নয়ন সমিতি	আইনুন নাহার	০১৭১১ ৪৭৯৯০৯
১.	শেরপুর	সভাপতি	আরডিএস	নূর উদ্দিন	০১৭১১১৮৬৭০৩
		সম্পাদক	ছোঁয়া	কহিনুর বেগম বিদ্যুৎ	০১৭১৬৪৭৩১৪৬
৩.	নেত্রকোনা	সভাপতি	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ	মো: রোকনুজ্জামান	০১৭১৪৩৩৯৬৭৬
		সম্পাদক	সৌরভ ওয়েলফেয়ার	আশুতোষ হাজং	০১৯৬৫৭৯১৬২৯
৪.	জামালপুর	সভাপতি	এস এ ইউ এ	মো: সহিদুল ইসলাম বাদল	০১৮১৮২৩৬৮৬৬
		সম্পাদক	ঝুমকা বাংলাদেশ	শারমীন কবির বীনা	০১৭১১১৩৩৬৭৩
৫.	মুক্তাগাছা উপজেলা	সভাপতি	গ্রাউস	মো: সাইদুজ্জামান খোকন	০১৭১৬ ০৫১১৫৭
		সম্পাদক	স্বপ্নপুরী	সুমি রাণী গৌরী	০১৭৬৩ ১৩৬০৬০

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	নোয়াখালী	সভাপতি	অর্পণ	আব্দুল কাদের হাজারী	০১৭২৬ ৪২৯৫৭১
		সম্পাদক	বসতি	মশিউর রহমান মিঠু	০১৭১৫ ০৮১০৪৭
২.	চাঁদপুর	সভাপতি	নবরূপ	বিল্লাল হোসেন	০১৮৭৬ ৪৪৮৭৪৯
		সম্পাদক	আরসিডিএস	সাদেক শফি উল্লাহ	০১৭১২ ৬৫৪৬০১
৩.	ফেনী	সভাপতি	এল আই এফ ডি	মর্জিনা বেগম বেবী	০১৭১২ ৬৮৮৫৯৬
		সম্পাদক	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি	শাহানাজ জাহান	০১৭৩২ ৪৪১৫৭৪
৪.	কুমিল্লা	সভাপতি	দর্পণ	মো. মাহবুব মোর্শেদ	০১৭১৫ ৭০৭১২৪
		সম্পাদক	মহিলা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	শারমিন মান্নান	০১৭১০ ৮০১৪১৩
৫.	বাক্ষণবাড়ীয়া	সভাপতি	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি	এ কে এম আশরাফুল হক	০১৭৫৫ ৫৪২৩৪২
		সম্পাদক	স্বদেশী	আজিজুর রহমান	০১৭১৮০৬৩৬৩১
৬.	কক্সবাজার	সভাপতি	সমাজকর্মী	মোস্তফা কামাল পাশা	০১৮১১৬৮২০৭৫
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	মকবুল আহমেদ	০১৭১৩৩২৮৮২৮
৭.	খাগড়াছড়ি	সভাপতি	খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি	শেফালীকা ত্রিপুরা	০১৭৩১৩১৮৩৬৮
		সম্পাদক	জাবারাং কল্যাণ সমিতি	মথুরা ত্রিপুরা	০১৫৫২৩৫৬৪৫৬
৮.	লক্ষ্মীপুর	সভাপতি	প্রয়াস	সাবিনা ইয়াছমিন	০১৭৩৪-৫৩৩৩৫৭
		সম্পাদক	উসাপ	মো: সেলিম	০১৮১২০৭৩০৬০
৯.	চট্টগ্রাম	সভাপতি	প্রত্যাশী	মনোয়ারা বেগম	০১৮১৯৩২৬২০৬
		সম্পাদক	বনফুল সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান	রিজিয়া বেগম	০১৭১৩১০২৫৪৭
১০.	রাঙ্গামাটি	সভাপতি	ডব্লিউইএডি	মেরী	০১৮২০২৩৬২৪৮
		সম্পাদক	জুম ভিউ ফাউন্ডেশন	সুজল কান্তি চাকমা	০১৫৫৬৪৯৮৮২০, ০১৭১৪৪৬৩৮৭৪
১১.	বান্দরবান	সভাপতি	অনন্যা কল্যাণ সংস্থা	ডনাইপ্রু নেলী	০১৫৫৬৪৯৭১৯৮
		সম্পাদক	মানবাধিকারকর্মী	এডভোকেট মাধবী	০১৫৫৬৭৪৩৭২৭

সিলেট বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	হবিগঞ্জ	সভাপতি	নারীনেত্রী	তাসমিনা বেগম গিনি	০১৭১১১২৩৮১৮
		সম্পাদক	নিশান সমাজ কল্যাণ সংস্থা	মো. মঈনউদ্দিন	০১৭৩৮ ৪১০০১৪
২.	সিলেট	সভাপতি	সম্পাদক- সাপ্তাহিক গ্রাম সুরমা	হাসিনা বেগম চৌধুরী	০১৭১১১৮২৯৫৯
		সম্পাদক	সাইনিং	এডভোকেট তাহেরা স্বপ্না	০১৭১৫০২১২২১
৩.	মৌলভী বাজার	সভাপতি	জে কি সি	নীল মণি সিং	০১৭১৫৩৭৯৬৯৮
		সম্পাদক	ইসা	প্রভা রাণী বাড়াইক	০১৭১২৫১৬২৮৭
৪.	সুনামগঞ্জ	সভাপতি	সুনামগঞ্জ জনকল্যাণ সংস্থা (সুজন)	নির্মল ভট্টাচার্য	০১৫৫২৪১৮৮৭১
		সম্পাদক	সাথী	বিকাশ চন্দ্র দাস	০১৭২৭৫৬৪৩৪৪

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩, রোড: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: +৮৮০২ ৫৮১৫০০৮২/৯১২০৩৫৮/৯১১৮৪৩৫/৯১২৬১৩১
ইমেইল- info@equitybd.net ওয়েব: www.equitybd.org , ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৫৮১৫২৫৫৫